HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)
D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

Ref: hrss/2023/ka/09 *Reg. No: S-12473/2016*

তারিখঃ ০১.০৭.২০২৩ ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি জানুয়ারি- জুন ২০২৩ এইচআরএসএস এর ষান্মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠাম খাতে বর্তমান সরকারের অধীনে অভূতপুর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং ২০২৬ সালে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশগুলির (LDC) তালিকা থেকে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে রয়েছে। কিন্তু, বর্তমান সরকারের অধিনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অনেক সাফল্য অর্জন করলেও আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও জনগনের ভোটাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা সমাবেশ করার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর অধিকারসহ সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নিয়মিত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ২০২৩ সালের ষান্মাসিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশে বাধা দেওয়া, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গায়েবি মামলা, রাজনৈতিক গ্রেফতার, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আইনবহির্ভূত আচরণ, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ ও গ্রেফতার, সীমান্তে বিএসএফ্ কর্তৃক নিরীহ বাংলাদেশী হত্যা ও নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং এইচআরএসএস এর তথ্য অনুসন্ধানী ইউনিট ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের ষান্মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

২০২৩ সালের ১ম ছয় মাসে ১২৪৯ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৫৩৯ জন, যাদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে ৩১৭ জন (৫৯%) ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে ৮৪ জন নারী ও শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২৩ জনকে যাদের মধ্যে শিশু ১২ জন। ৩৮৫ জন নারী ও শিশু যৌন নিপীড়ণের শিকার হয়েছে তন্মধ্যে শিশু ২২৭ জন। যৌতুকের জন্য নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছে ৩৬ জন নারী এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৩২ জন ও আত্মহত্যা করেছে ৪ জন। পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছে ১৩৬ জন, আহত হয়েছে ৫৭ জন এবং আত্মহত্যা করেছে ৫৬ জন নারী। এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছে ৪ জন নারী। অন্যদিকে, এটি উদ্বেগজনক যে, ১২১৮ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে যাদের মধ্যে ২৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং ৯৪৪ জন শিশু শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

জানুয়ারি থেকে জুন এ ছয় মাসে ৯৬ টি হামলার ঘটনায় ১৯২ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় সাংবাদিক গোলাম রব্বানি নাদিম নিহত হয়েছেন। গত ছয় মাসে সাংবাদিক আহত হয়েছে অন্ততপক্ষে ৮৪ জন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে ৬০ জন, হুমকির শিকার হয়েছে ০৬ জন ও গ্রেফতার ০৪ জন। একই সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

২০১৮ এর অধীনে দায়ের করা ৩৫টি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪২ জন এবং অভিযুক্ত করা হয়েছে ১০৪ জন। এছাড়া "সংখ্যালঘু" সম্প্রদায়ের উপর ১৪ টি হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছে ০১ জন, আহত হয়েছে ২৩ জন এবং ১২ টি মন্দির ও ৪৪ টি বসতবাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গত ছয় মাসে উদ্বেগজনকভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার ৫১৫টি ঘটনায় নিহত হয়েছে কমপক্ষে ৩০ জন ও আহত হয়েছে ৪২৮৮ জন। যার অধিকাংশই ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের অন্তর্কোন্দল এবং বিএনপির পদযাত্রা ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগের পাল্টা শান্তি সমাবেশ কেন্দ্রিক সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা ২০০৯ জন রাজনৈতিক গ্রেফতারের শিকার হয়, তন্মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের ১৮৪৮ জন। একই সময়ে, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ১৩৭ টি মামলায় ৩৮৪৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ২০৬২০ জনকে অজ্ঞাত আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের দ্বারা বিরোধীদলীয় ১২৬ টি সভা-সমাবেশ আয়োজনে বাধা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। এসময় তাদের সাথে সংঘর্ষে ১২২৮ জন আহত এবং সমাবেশ কেন্দ্রিক ৮৫৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও নির্বাচনী সহিংসতার ৩৫টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ০২ জন এবং আহত হয়েছে ২৯১ জন ।

এটি উদ্বেগজনক যে, "গণপিটুনির" ৫৮ টি ঘটনায় নিহত হয়েছে ৪১ জন এবং আহত হয়েছে ৪৩ জন। এ সময়ে ৪২ টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৬ জন এবং আহত হয়েছে ৫৭ জন। এছাড়াও "ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) " কর্তৃক ২৮ টি হামলার ঘটনায় ১৩ জন বাংলাদেশী নিহত; ১৪ জন আহত ও ৬ জন গ্রেফতার হয়েছে।

অনতিবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগনের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাবে। তাই "হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির" পক্ষ থেকে সরকারকে মানবাধিকার রক্ষায় দায়ীত্বশীল ভূমিকা পালন করতে এবং দেশের সকল সচেতন নাগরিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশি-বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন গুলোকে আরো সোচ্চার হওয়ার আহবান জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ

ইজাজুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
হিউম্যান রাইট্স সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
ইমেইল: hrssbd14@gmail.com